ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 146 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪৬ ● কলকাতা ● ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● রবিবার ● ৩১ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শুধু ফর্ম ফিল আপ করলেই মিলবে না অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর মাত্র একদিন। রাজ্য সরকার তরফে জানানো হয়েছে, ১ জুন থেকে চালু হবে 'অন্নপূর্ণ যোজনা'। 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য ও প্রকৃত সুবিধাভোগী মহিলাদের প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম। কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করলেই কী 'অন্নপূর্ণা'র টাকা মিলবে? এই বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'ফর্ম পূরণ করলেই টাকা পাওয়া যাবে, এমনটা নয়।' এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "১২ পাতার ফর্ম ফিল আপ করলেই যে অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন, তা নয়।" উল্লেখ্য, আগে বিজেপি তরফে বলা হয়েছিল তাদের সরকার ক্ষমতায় আসলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যাঁরা পান তাঁরা এই যোজনার টাকা পাবেন। তাহলে এখন কেন পরিবর্তন হল নিয়মে?

এই বিষয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "তখন তো আমরা জানতাম না, এত পুরুষের অ্যাকাউন্টে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ঢোকে।" তাই ফর্ম পূরণ করতেই হবে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই টাকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র অন্নপূর্ণা যোজনা নয়, আগামিদিনে রাজ্যে একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হবে, তার জন্যও এই ফর্ম ফিল আপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছে সরকার।

অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেছেন, "আমরা কোনো অ-ভারতীয়কে এ দেশের জনগণের করের টাকায় চলা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা নিতে দেব না।" পূর্ববর্তী সরকারের লক্ষ্মীর

এরপর ৪ পাতায়

পর্ব 305

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না" এটা স্বীকার করলে তো বোঝার অহঙ্কার চলে যাবে। আর "তুমি যা বুঝছ, তা নিজের ইচ্ছানুসারেই বুঝছ।" মানে এটা এরকমই হয়ে যায়, যেমন ছোটবেলায় মার সঙ্গে ঘুরতে যাই আর যখন বেশী চলার জন্য পা ব্যথা করতে থাকে তখন আমরা মাকে সমর্পণ করে দিই আর বলি, "আমার দ্বারা আর চলা সম্ভব নয়। ক্রমশঃ

সিঙ্গুর স্টেশনের আধুনিকরণের উদ্দেশ্যে এলাকা পরিদর্শন করলেন হাওড়ার ডি,আর,এম,

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি

সিঙ্গুর রেলস্টেশনের আধুনিকরণের উদ্দেশ্যে আজ রেলের ডিভিশানাল ম্যানেজার, সিঙ্গুরের বিধায়ক ডাক্তার অরূপ কুমার দাস সহ রেলের আধিকারিকরা সিঙ্গুর স্টেশনপরিদর্শনে আসেন । এই পরিদর্শনের সময় স্টেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে এলাকার মানুষ জন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে সিঙ্গুরবাসীর অন্যতম দাবি ছিল রেলস্টেশনে একটি ভূগর্ভস্থ পথ বা সাবওয়ে নির্মাণ এবং চলমান সিঁড়ি তথা এস্কেলেটরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। পরিদর্শনের সময় এই বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। স্থানীয় যাত্রীদের নিরাপদ ও সুবিধাজনক যাতায়াত নিশ্চিত করতে দ্রুত এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের দাবি রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আবেদনও রাখা হয়।

এদিনের পরিদর্শনে উপস্থিত সিঙ্গুরের বিধায়ক ডাঃ অরূপ কুমার দাস জানান, সিঙ্গুরের মানুষের স্বার্থে রেল পরিকাঠামোর উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে।

সিঙ্গুর রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণ ও যাত্রী পরিষেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে এই পরিদর্শনকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছেন পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর

স্মৃতি সামন্ত,কলকাতা

রেল মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর ৩১.০৫.২০২৬-এর পর থেকে নিজের দায়িত্বের পাশাপাশি মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের পদের দায়িত্বও সামলাবেন।

শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের একজন আধিকারিক এবং তিনি মূলত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্টোর্স সার্ভিসের (১৯৮৭ ব্যাচ) সদস্য ছিলেন। তিনি ভারতীয় রেলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন,

যার মধ্যে রয়েছে সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে, অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পুনে ডিভিশন এবং সচিব/রেলওয়ে বোর্ড।

তিনি সিঙ্গাপুর/মালয়েশিয়ার ইনসিড (INSEAD) থেকে অ্যাডভান্সড ম্যানেজমেন্ট এবং হায়দরাবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস থেকে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের ওপর কর্মশালা সহ একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে এবং তিনি সর্বদা এই ধরণের ক্রিয়াকলাপের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

শ্রী মিলিন্দ কে দেওস্কর তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ২০০৩ সালে মাননীয় রেলমন্ত্রীর কাছ থেকে জাতীয় স্তরের রেল পুরস্কার লাভ করেন।

পানীয় জলের সঙ্কট মেটাতে ফলতা বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত সরকারের সৌজন্যে প্রতি বাড়ী পানীয় জল সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমলে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নোদাখালিতে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এরপর রাজ্য সরকারের তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ফলতা-মথুরাপুর জল সরবরাহ প্রকল্প শুরু হয়। সে কাজ এখনো চলছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গ্রামে জল সরবরাহ শুরু হয়। কিন্তু অনেক বাড়ীতে সারাদিনে একবারও আদৌ জল পৌঁছয় না। গ্রীষ্মের প্রখর গরমে ফলতা থানার বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট। দীর্ঘ দিন ধরে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা জল সরবরাহ কেন্দ্রকে জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। তাই আজ শিবানীপুর গ্রাম থেকে ৫০ জনের বেশি মহিলা পানীয় জলের দাবিতে ফলতা বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দিলেন।

প্রতিনিধি দলের মধ্যে অঞ্জনা মণ্ডল ও অনিমা মণ্ডল ফলতার বিডিও তন্ময় ভট্টাচার্যের কাছে দাবি পত্র তুলে দেন। উভয়পক্ষের সদর্থক আলোচনার পর বিডিও সুষ্ঠু ভাবে জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এব্যাপারে বিডিও তন্ময় ভট্টাচার্য জানান যে, তিনি এধরণের অনেক অভিযোগ পাচ্ছেন। এর আগে প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কিছু ভুল পদক্ষেপ থেকে এই সমস্যার উদ্ভব বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া কেউ কেউ বেআইনিভাবে মোটর সংযোগে জল তুলে নিচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে তিনি দ্রুত এই সমস্যা দূর করার আশ্বাস দেন।

নিহত কর্মীর ঘরে বন্দি অভিষেক, বাইরে মারমুখী জনতা, অসহায় নিরাপত্তা কর্মীর ফোন সোনারপুরের আইসি-কে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের দেখতে গিয়ে নিজেই আক্রান্ত হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । চারচাকার গাড়ি নয়, দু'চাকার বাইকে করে সোনারপুরে যাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু নিহত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ঢোকার মুখে তাঁর গায়ে হাত তোলেন বিক্ষোভকারীরা।প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলে অভিষেক দাবি করেন, তাঁর এই কর্মসূচির কথা আগেভাগেই জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে কোনও পুলিশের দেখা মেলেনি। কার্যত তাঁকে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই হিংসাত্মক বিক্ষোভের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। এই পরিস্থিতিতে হামলাকারীরা বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে দাবি করে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট এবং রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন বলেও জানান।

বিক্ষোভকারীদের 'চোর' স্লোগানের পাল্টা জবাব দিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নজিরবিহীন আক্রমণ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'যারা তৃণমূলকে চোর বলছে, তারা কি কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে হাত বাড়িয়ে ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখেছে? দু'কান কাটা, নির্লজ্জের মতো এখনকার মুখ্যমন্ত্রীকে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে। উনি ঘুষ নিয়েছিলেন।'এলোপাথাড়ি চড়-ঘুষি মারা হয় অভিষেকের মাথায়-ঘাড়ে-গায়ে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি ওই নিহত কর্মীর পরিবারের সঙ্গে ঘরেই রয়েছেন। কিন্তু বাড়ির বাইরে উন্মত্ত জনতা অপেক্ষায় রয়েছেন, কখন অভিষেক বাইরে বেরোবেন। কাজেই আবারও তাঁর উপর হামলার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। সেই আশঙ্কা থেকেই সোনারপুরের আইসি-কে ফোন করলেন অভিষেকের অসহায় নিরাপত্তারক্ষী।

শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে যাওয়ার পথে তাঁর গায়ে ডিম ও জুতো ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, শেষ পর্যন্ত নিজের মাথা বাঁচাতে মাথায় ক্রিকেট হেলমেট পরে হেঁটে নিহত কর্মীর বাড়িতে পৌঁছতে হয় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানিয়েছেন অভিষেক।

শনিবার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ভোট-পরবর্তী হিংসার জেরে প্রাণ হারানো দলীয় কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বের হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার বেলেঘাটা হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। মাঝপথে কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে সিআইডি-র (C I D) একটি নোটিসও গ্রহণ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে সোনারপুরে ঢোকার আগে থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছিল। পাটুলির কাছে ঢালাই ব্রিজ থেকে শুরু করে সোনারপুরের কামরাবাদ— সর্বত্রই কালো পতাকা হাতে রাস্তায় জড়ো হয়েছিলেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয় 'গো ব্যাক' স্লোগান। বহু জায়গায় বিক্ষোভকারী মহিলাদের হাতে ডিম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা যায়।

রাস্তায় তীব্র বিক্ষোভের জেরে এক সময় নিজের চারচাকা গাড়ি ছেড়ে একটি মোটরবাইকে চড়ে বসেন অভিষেক। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা তাঁর গতিপথ আটকে গাড়ি ধাওয়া করতে শুরু করে এবং একপর্যায়ে সরাসরি শারীরিক হেনস্থা করা হয় তৃণমূল নেতাকে।

ভিড়ের মধ্য থেকেই অভিষেককে লক্ষ্য করে দেদার জুতো এবং ডিম ছোড়া হতে থাকে। ছিঁড়ে দেওয়া হয় তাঁর পরনের সাদা শার্টের

এরপর ৬ পাতায়

ডিম-জুতো নিয়ে অভিষেকের উপর হামলার পর কী বললেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা বিরোধী মহলে। রাজ্য রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, অভিষেকের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানাচ্ছেন বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা। ইতিমধ্যেই এক্স মাধ্যমে পোস্ট করেছেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে, অখিলেশ যাদবরা।বিজেপির আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা কীভাবে দ্রুততার সঙ্গে ভেঙে পড়ছে, সেটাই আরও একবার প্রমাণ হলে গেল অভিষেকের উপর হামলার ঘটনায়। এটাই গণতন্ত্র? এটাই সুশাসন?' গোটা বিশ্ব এই ঘটনা দেখছে বলে উল্লেখ করেছে তৃণমূল।এবার সেই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।

নিগৃহীত দলের কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতোই সোনারপুরে এসেছেন মৃত এক তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। তারপরই হেনস্থার শিকার তিনি।

ঘটনার কিছুক্ষণ পরই এক্স মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল। চূড়ান্ত বিক্ষোভের পরিস্থিতিতেও কীভাবে মৃত তৃণমূলকর্মীর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন অভিষেক, সে কথা উল্লেখ করে একটি পোস্ট করা হয়েছে। সেই টুইট রিটুইট করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শাসকই এখন হামলাকারী। বিজেপির লজ্জা হওয়া উচিৎ।'

সম্পাদকীয়

১ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশজুড়ে 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'-কে শুধুমাত্র একটি সচেতনতা কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে খামার, কৃষক এবং গ্রামগুলির সঙ্গে সংযুক্তকারী একটি সর্বাত্মক জাতীয় অভিযানে পরিণত করতে হবে। আজ দিল্লিতে এই অভিযানের প্রস্তুতি সংক্রান্ত একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার সময় শ্রী শিবরাজ সিং বলেন, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হবে, সারের সুষম ও যথার্থ ব্যবহার; আবহাওয়াজনিত চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের যথাসময়ে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান; পঞ্চায়েত স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুফল সরাসরি গ্রামগুলিতে পৌঁছে দেওয়া।

১ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া মাসব্যাপী 'ক্ষেত বাঁচাও অভিযান'-কে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করে তোলার লক্ষ্যে, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তাঁরা যেন কৃষিজমি রক্ষা, ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং কৃষকদের যথাসময়ে সঠিক পরামর্শ প্রদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে, এই অভিযানে পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহার কমিয়ে আনাই হবে এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য হলো, মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সার এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণের সুষম ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করা এবং সবুজ সার, জৈব সার ও জৈব-পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে তাঁদের উৎসাহিত করা।

কৃষিমন্ত্রী চৌহান জানিয়েছেন, আগামী দিনগুলোতে আবহাওয়া-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ, সঠিক ফসল নির্বাচন, ফসলের বহুমুখীকরণ এবং জলস্বল্পতা বা ঝুঁকির পরিস্থিতিতে চাষাবাদ - এসব বিষয়ে গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়া হবে। এই প্রচারভিযানের উদ্দেশ্য কেবল একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং পরিস্থিতির নিরিখে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের সঠিক পরামর্শ প্রদান করাই হবে এর মূল লক্ষ্য।

বৈঠক চলাকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন যে, পঞ্চায়েত স্তরে এই অভিযানের জন্য একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করা হবে। তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন যে, এই অভিযানের আওতায় পঞ্চায়েত স্তরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম বিতরণ এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচির সুফল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শ্রী চৌহান আরও বলেন যে, এই অভিযানে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আহ্বান জানানো হবে এবং মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা চালানো হবে; যাতে এই অভিযান প্রশাসনিক কর্মসূচির গণ্ডি পেরিয়ে জনঅংশগ্রহণের একটি বলিষ্ঠ মডেলে পরিণত হতে পারে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একুশতম পর্ব)

তাড়া করে। যেকারণে মনসার রোষে চাঁদের চম্পকনগরে সাপের উপদ্রুব শুরু হয়। একে একে চাঁদের ছয় সন্তান মারা যায়। বাণিজ্যের নৌকা ডুবে গেলে চাঁদ সব হারিয়ে সর্বশান্ত হয়। তারপরও মনসার পূজাতে রাজী হয় না সে। অন্যদিকে চাঁদের বউ সনকা মনসার ভক্ত। মনসার বরে সে এক পুত্র জন্ম দেয়। নাম লখিন্দর। যদি চাঁদ মনসার পূজা না দেয় তবে লখিন্দর বাসর ঘরে সাপের কামড়ে মারা যাবে। এসব জেনেও চাঁদ লখিন্দরের সাথে উজানীনগরে বেহুলার বিয়ে ঠিক করে। চাঁদ সওদাগর অতিরিক্ত সতর্কতা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

শুধু ফর্ম ফিল আপ করলেই মিলবে না অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা

ভাণ্ডার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের গ্রাহক তালিকায় অন্তত ৩০ লক্ষ ভুয়ো নাম রয়েছে। রয়েছে প্রচুর পুরুষের নামও। ফলে, সমস্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপক নন, যোগ্য মহিলাদের বাছাই করে তবেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হবে।

রাজ্য সরকার তরফে জানানো হয়েছে, ১ জুন থেকে চালু হবে 'অন্নপূর্ণ যোজনা' পোর্টাল। সেখানে লগ ইন করে প্রকল্পটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। তবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার এবং কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্থায়ী চাকরিজীবী বা পেনশনভোগীরা।

'অন্নপূর্ণা যোজনা'র থেকে বাদ রাখা হয়েছে রাজ্য সরকার অনুমোদিত শিক্ষক, অশিক্ষক, পুর ও পঞ্চায়েত কর্মীদের। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের স্থায়ী চাকরিতে রয়েছেন কিংবা নিয়মিত বেতন বা পেনশন পান এমন মহিলারা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। আয়করদাতা হলে এই প্রকল্পের সুবিধা মিলবে না। পাশাপাশি মৃত ব্যক্তি বা এলাকা বদল করেছেন, ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে বা যাঁরা অনুপস্থিত ভোটার হিসেবে চিহ্নিত তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না বলে জানানো হয়েছে।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি দেব শক্তি প্রাপ্ত হবার পর শনি দেব তাঁর ভাইদের রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হলেন। তখন অন্যান্য ভাইরা সবাই পিতা সূর্য দেবের স্মরণাপন্ন হলেন। সূর্য দেব তখন ভগবান শিবের স্মরণাপন্ন হলেন এবং প্রার্থনা করলেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের দ্রুত তৎপরতা, ৯ ঘণ্টার মধ্যেই গুলিকাণ্ডে গ্রেফতার ৩; উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

গোপীবল্লভপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত গুলিকাণ্ডের ঘটনায় দ্রুত তদন্ত চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ। ঘটনার মাত্র ৯ ঘণ্টার মধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র (কাট্টা) ও তিন রাউন্ড জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের তৎপরতা, তদন্ত দক্ষতা এবং সমন্বিত অভিযানের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই মামলার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হওয়ায় এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশের এই দ্রুত পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। শুক্রবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনের রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হন মদোনশোল গ্রামের বাসিন্দা আকুল সেনাপতি (৪৭)। তিনি তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী খামরি সেনাপতিকে আনতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী পেশায় একজন আশাকর্মী। অভিযোগ, আগে থেকেই মোটরবাইকে করে হাসপাতালের সামনে ওঁত পেতে ছিল দুই দুষ্কৃতী। আকুলবাবু সেখানে পৌঁছতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলিটি তাঁর বুকের ডান দিকের বগলের কাছে লাগে। আচমকা গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত রক্তাক্ত

অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গোলাম সারওয়ার,গোপীবল্লভপুরের এসডিপিও পারভেজ সারফরাজ এবং গোপীবল্লভপুর থানার আইসি অজয় কুমার সিং। তাঁদের নেতৃত্বে শুরু হয় জোরদার তদন্ত। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা, বিভিন্ন সূত্র সংগ্রহ এবং প্রযুক্তিগত তথ্য বিশ্লেষণ করে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা। পুলিশের এই তৎপরতা, পেশাদারিত্ব এবং সমন্বিত অভিযানের ফলেই ঘটনার মাত্র ৯ ঘণ্টার মধ্যে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। তদন্তে গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের এই দ্রুত অগ্রগতি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। আহত আকুল সেনাপতির বোনের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গোপীবল্লভপুর থানায় মামলা রুজু করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। বিশেষ অভিযান চালিয়ে ঝাড়খণ্ডের পাচাগু গ্রামের বাসিন্দা শীতল রানা (২২), গোপীবল্লভপুর থানার চাপাসোর গ্রামের বাসিন্দা গুরুপ্রসাদ দোলাই (২১) এবং মদোনশোল গ্রামের বাসিন্দা ত্রিনাথ দোলাই ওরফে রাজু দোলাই (২১)-কে গ্রেফতার করা হয়। ত্রিনাথকে মদোনশোল এলাকা থেকে এবং বাকি দুই অভিযুক্তকে খড়্গপুর রেল স্টেশন চত্বর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র (কাট্টা) এবং তিনটি জীবন্ত কার্তুজ উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শনিবার তিন অভিযুক্তকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করা হলে মহামান্য বিচারক তাঁদের ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে পূর্ব শত্রুতার বিষয়টি সামনে এসেছে। তবে হামলার প্রকৃত কারণ এবং এই ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের মতে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসছে এবং ঘটনার নেপথ্যের সমস্ত কারণ জানার চেষ্টা চলছে। দিনদুপুরে হাসপাতালের মতো জনবহুল এলাকার সামনে এমন দুঃসাহসিক হামলার ঘটনায় প্রথমে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ ও সফল অভিযানে অনেকটাই স্বস্তি ফিরেছে এলাকায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ যে তৎপরতা, তদন্ত দক্ষতা এবং অপরাধ দমনে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তা এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। বর্তমানে আহত আকুল সেনাপতির শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন চিকিৎসকেরা। ঘটনার তদন্ত এখনও অব্যাহত রয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন ৯০ কোটি ‘আভা’ অ্যাকাউন্টের এক মাইলফলক অতিক্রম করল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডিজিটালি ক্ষমতায়িত একটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ‘ন্যাশনাল হেলথ অথরিটি’-র দ্বারা বাস্তবায়িত ‘আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন’ (এবিডিএম) সারা দেশে ৯০ কোটি ‘আয়ুষ্মান ভারত হেলথ অ্যাকাউন্ট’ (আভা) তৈরির এক মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এটি ভারতের সংযুক্ত, আন্তঃপরিচালনযোগ্য এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভিমুখে যাত্রায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আভা হলো একটি অনন্য ১৪-অঙ্কের ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিচয়, যা নাগরিকদের সম্মতিক্রমে নিজেদের স্বাস্থ্য নথিপত্র নিরাপদে সংযুক্ত করতে, সেগুলোতে প্রবেশাধিকার পেতে এবং তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে সক্ষম করে তোলে। এবিডিএম-এর অন্যতম মূল ভিত্তি হিসেবে আভা বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী, চিকিৎসাকেন্দ্র এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মধ্যে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য নথিপত্র তৈরির প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে, যা নাগরিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে তাদের ক্ষমতায়িত করে।

এবিডিএম চালু হওয়ার পর থেকেই আভা তৈরির হার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। ক্যালেন্ডার বর্ষের হিসেবে, মোট সৃষ্ট আভা-র সংখ্যা ২০২১ সালে ১৪.৭ কোটি থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৩০.৪ কোটি, ২০২৩ সালে ৫০.৬ কোটি, ২০২৪ সালে ৭২.২ কোটি এবং ২০২৫ সালে ৮৪.৫ কোটিতে উন্নীত হয়। এরপর ২০২৬ সালে তা ৯০ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করে।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির সিইও ডঃ সুনীল কুমার বার্নওয়াল বলেন, ‘৯০ কোটিরও বেশি আভা তৈরির বিষয়টি আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনে নাগরিক, রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণেরই প্রতিফলন। নাগরিকদের নিজস্ব স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যে নিরাপদ ও সম্মতির ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার প্রদান তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এবিডিএম-এর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োগ যত বাড়বে, আভা ততই চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি, এটি কাগজের নথিপত্রের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি আরও নির্বিঘ্ন, স্বচ্ছ এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলবে।’

সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর জোরালো অংশগ্রহণের ফলেই এই মাইলফলক অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ১৫.৩ কোটিরও বেশি আভা তৈরির মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ এই তালিকায় দেশের শীর্ষস্থানে রয়েছে। এরপর যথাক্রমে রয়েছে রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র (উভয়েরই ৭.১ কোটি), বিহার (৬.৩ কোটি) এবং পশ্চিমবঙ্গ (৫.৯ কোটি)। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং কর্ণাটকের পক্ষ থেকেও এই উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা হয়েছে, যা সারা দেশজুড়ে ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতারই পরিচায়ক।

জনসংখ্যার অনুপাতে বেশ কয়েকটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও আভা-র ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাদাখ, লাক্ষাদ্বীপ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ — এই অঞ্চলগুলিতে আভা পূর্ণাঙ্গ ব্যাপ্তি অর্জন করেছে। অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৯৮.৫ শতাংশ নথিভুক্ত হয়েছে। এর পরেই রয়েছে ওড়িশা (৯১.৯%), চণ্ডীগড় (৯০.৮%), রাজস্থান (৮৯.৭%), হিমাচল প্রদেশ (৮৮.৯%) এবং ছত্তিশগড় (৮৬.৬%)। জম্মু ও কাশ্মীর,

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

নিহত কর্মীর ঘরে বন্দি অভিষেক, বাইরে মারমুখী জনতা, অসহায় নিরাপত্তা কর্মীর ফোন সোনারপুরের আইসি-কে

বোতাম, ভেঙে ফেলা হয় চোখের চশমাও। চারপাশ থেকে ধেয়ে আসে 'চোর-চোর' স্লোগান। এই চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যেই নিজের মাথা বাঁচাতে তড়িঘড়ি একটি ক্রিকেট হেলমেট পরে নেন তিনি। ওই অবস্থাতেই হেঁটে সোনারপুরের নিহত তৃণমূল কর্মী সঞ্জু কর্মকারের বাড়ির দিকে এগোতে থাকেন তৃণমূল নেতা।

সমস্ত বাধা পেরিয়ে শেষমেশ নিহত কর্মী সঞ্জুর বাড়িতে পৌঁছন অভিষেক। তবে সেখানে তখন তাঁর অত্যন্ত বিধ্বস্ত দশা। ভাঙা চশমা আর ছেঁড়া শার্ট নিয়েই ঘরের ভেতরে সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা-মায়ের পাশে বসেন তিনি। সেখান থেকেই ডবল ইঞ্জিন সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষুব্ধ অভিষেক বলেন, 'মাথাটা বেঁচে গিয়েছে শুধু হেলমেটটা মাথায় ছিল বলে। ওরা আমার চশমা ভেঙে দিয়েছে। আমি না হয় কোনও রকমে একই ভাবে এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম, কিন্তু এর পর তো সঞ্জু কর্মকারের এই বৃদ্ধ বাবা-মায়ের ওপর চড়াও হবে ওই বখাটেরা। ওরা আমায় মারতে চায়? মেরে দিক! কিন্তু আমি এখান থেকে কোথাও যাব না। সঞ্জুর বাবা-মাকে ছেড়ে নড়ব না।'

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলে অভিষেক দাবি করেন, তাঁর এই কর্মসূচির কথা আগেভাগেই জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলে কোনও পুলিশের দেখা মেলেনি। কার্যত তাঁকে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই হিংসাত্মক বিক্ষোভের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। এই পরিস্থিতিতে হামলাকারীরা বাড়ির দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে দাবি করে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট এবং রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন বলেও জানান।

সিনেমার খবর

সালমান ও আমিরকে ‘পথপ্রদর্শক’ বললেন রাম চরণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের দুই মেগাস্টার আমির খান ও সালমান খানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার রাম চরণ। তার আসন্ন স্পোর্টস ড্রামা ‘পেদ্দি’ সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে তিনি জানান, সালমান খানের ‘সুলতান’ এবং আমির খানের ‘দঙ্গল’-এর মতো কালজয়ী সিনেমাগুলোই তাদের এই ঘরানার গল্প বলার সাহস ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

আমির ও সালমানকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাম চরণ বলেন, স্পোর্টস ঘরানার সিনেমার জন্য তারাই মূলত পথ তৈরি করে দিয়েছেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের অভিনেতাদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

অনুষ্ঠানে সিনেমাটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার পেছনে থাকা দীর্ঘ আবেগ ও শারীরিক পরিশ্রমের কথাও তুলে ধরেন এই অভিনেতা। রাম চরণ জানান, বিগত দুটি বছর ধরে তিনি এই সিনেমাটির সঙ্গে মিশে আছেন, অন্যদিকে পরিচালক বুচি বাবু সানা প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই গল্পটি নিয়ে বেঁচে আছেন। প্রজেক্টটির প্রতি পরিচালকের এই একাগ্রতা ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসাও করেন তিনি।

তবে কুস্তির মতো একটি জমজমাট স্পোর্টস ড্রামা অ্যাকশনে রূপ দেওয়া মোটেও সহজ ছিল না, এর জন্য রাম চরণকে বেশ কিছু শারীরিক আঘাতও সইতে হয়েছে। ট্রেলার লঞ্চের মঞ্চে কিছুটা রসিকতা করেই অভিনেতা জানান, কুস্তির একটি দৃশ্যের শুটিং করার সময় তার হাতের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল। পরিচালকের দিকে মজার ছলে আঙুল তুলে তিনি বলেন, বুচি বাবুর কারণেই তার এই ইনজুরি হয়েছে; কারণ শুটিংয়ের জন্য পেশাদার অভিনেতাদের বদলে পরিচালক সত্যিকারের কুস্তিগিরদের নিয়ে এসেছিলেন। তবে এই চোট বা আঘাতগুলো তার কাছে এখন একটি সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে বলে জানান তিনি।

বুচি বাবু সানা পরিচালিত ‘পেদ্দি’ সিনেমাটি শুধু একটি সাধারণ স্পোর্টস ড্রামা নয়, এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু হতে যাচ্ছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে ট্রেলারে। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে দৃঢ়চেতা এক গ্রামবাসীকে কেন্দ্র করে, যিনি স্পোর্টস বা খেলাধুলাকে হাতিয়ার করে তার পুরো সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজের গ্রামের আত্মমর্যাদা রক্ষা করেন।

আগামী ৪ জুন সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে এবং এর ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ৩ জুন থেকে সিনেমাটির প্রিমিয়ার শো শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাম চরণ ও জাহ্নবী কাপুর। এ ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে শিব রাজকুমার, জগপতি বাবু, দিব্যেন্দু শর্মা, সত্য আক্কালা, বোমান ইরানি, রবি কিষাণ, অজয় ঘোষ, জন বিজয়, হরিশ পেরাদি, উপেন্দ্র লিমায়ে, তারক পোন্নপ্পা, রজতাভ দত্ত, বিজি চন্দ্রশেখর ও শ্রুতি হাসানের মতো একঝাঁক জনপ্রিয় ও গুণী তারকাকে।

বিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়ো নয়, সঠিক মানুষকেই চান সারা আলি খান

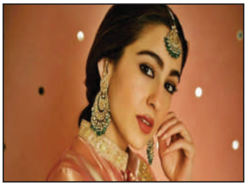

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান জানিয়েছেন, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটি হওয়ায় বিয়ে নিয়ে কোনো তাড়াহুড়ো করতে চান না তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সারা বলেন, অনেকের বিয়ের সিদ্ধান্ত পরে ভুল প্রমাণিত হতে দেখেছেন তিনি। তাই ভুল সম্পর্কে জড়ানোর চেয়ে সঠিক মানুষের জন্য অপেক্ষা করাকেই বেশি গুরুত্ব দেন।

তার ভাষায়, আমি দেখেছি অনেকের বিয়ের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাড়াহুড়ো করে সম্পর্কে জড়ানোর চেয়ে অপেক্ষা করে সঠিক মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়াই ভালো। আমি এখন নিজের জীবন নিয়ে খুব সুখে আছি।

বর্তমানে সম্পর্কের চেয়ে নিজের যত্ন ও ক্যারিয়ারেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন এ অভিনেত্রী। ইতিবাচক মানসিকতা ধরে রাখাকেও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন তিনি।

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন সারা। ভবিষ্যতে যাকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিন না কেন, তার ওপর নিজের মতামত বা ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চান না বলেও জানান তিনি।

সাইফ আলি খান-কন্যা সারা আলি খান বলিউডে অভিষেকের পর থেকেই অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও আলোচনায় রয়েছেন। তবে আপাতত বিয়ে নয়, নিজের জীবন ও কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতে চান এ অভিনেত্রী।

সেদিনের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি যেভাবে সামাল দিয়েছিলেন রাভিনা ট্যান্ডন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন বরাবরই এক প্রতিবাদী নারী। অভিনেত্রী কোনো মতামত প্রকাশ করতে দুবার ভাবেন না। ২০২৪ সালে তার মুম্বাইয়ের বান্দ্রার বাড়ির বাইরে প্রায় ৩০ জন উত্তেজিত জনতার একটি দল জড়ো হয়েছিল। সেই সময়ে রাভিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল—তার গাড়ি নাকি এক নারীকে ধাক্কা মেরেছে। ঘটনাটি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। —এমনই এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানালেন রাভিনা ট্যান্ডন।

রাভিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও পরে সিসি ক্যামেরায় দেখা যায়, গাড়িটি কাউকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রাভিনা ট্যান্ডন বলেন, আসলে টাকা আদায়ের একটি পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনামাফিক তার বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ আনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ওই দলটি ইচ্ছাকৃতভাবে তার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে অর্থ আদায় করতে চেয়েছিল।

পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, তার ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি পুলিশ ডাকতে না পারেন। আর সেই সময়ে রাভিনার স্বামী অনিল থাডানি অফিসে ছিলেন এবং বাড়িতে ছিলেন তাদের সন্তানরা। পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবেই রাভিনাই সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি বলেন, তার দীর্ঘদিনের চালককে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছিল। তাই তিনি নিজেই বাইরে এসে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

অভিনেত্রী বলেন, আমি বাইরে বেরোতেই প্রায় ৩০ পুরুষ আমাকে ঘিরে ধরে। তারা আমার চালককে মারধর করতে শুরু করে। আমি তাকে টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাই। এরপর একজন ব্যক্তি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। আমি তার জামার কলার ধরে টেনে বাইরে বার করে দিই।

বান্দ্রার মতো অভিজাত এলাকাতেও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল বলে জানান অভিনেত্রী। এ ঘটনার পর মুম্বাই পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে জানায়, রাভিনার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল।

মিশন হেক্সা, নেইমারকে নিয়েই বিশ্বকাপে যাচ্ছে ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য বহু প্রতীক্ষিত ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। ফুটবলপ্রেমীদের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এই দলে জায়গা করে নিয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী তারকা ফরোয়ার্ড নেইমার জুনিয়র। সোমবার রাতে ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি এই চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেন, যা সেলেসাও ভক্তদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

জাতীয় দলের হয়ে ১২৮ ম্যাচে রেকর্ড ৭৯ গোল করা নেইমার ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে হাঁটুর গুরুতর চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন। দীর্ঘদিন বিখ্যাত হলুদ জার্সি গায়ে না জড়ানো এই তারকাকে দলে নেওয়া নিয়ে বেশ কঠোর অবস্থানে ছিলেন কোচ আনচেলত্তি। তিনি আগেই সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, পুরোপুরি ফিট এবং চোট কাটিয়ে ছন্দে ফিরলেই কেবল বিশ্বকাপের টিকিট পাবেন নেইমার। অবশেষে কোচের সেই কঠিন শর্ত পূরণ করে ফুটবল মহাযজ্ঞের দলে নিজের জায়গা পাকা করলেন নেইমার।

ব্রাজিল দল সবশেষ ২০০২ সালে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাটিতে বিশ্বকাপের ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছিল। জার্মানিকে ২-০ গোলে হারিয়ে পাওয়া সেই ঐতিহাসিক অর্জনের পর কেটে গেছে দীর্ঘ দুই দশক। এরপর অনুষ্ঠিত পাঁচটি আসরে দলটির সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল কেবল সেমিফাইনাল। এমনকি ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপেও কোয়ার্টার ফাইনালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের। এবার সেই খরা কাটিয়ে ষষ্ঠ শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমাবে আনচেলত্তির শিষ্যরা।

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপে 'জি' গ্রুপে খেলবে ব্রাজিল। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে মরক্কো, পানামা ও স্কটল্যান্ড। মূল পর্বে মাঠে নামার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে পানামার বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে সেলেসাওরা।

ঘোষিত এই স্কোয়াডে গোলরক্ষক হিসেবে আলিসন ও এদারসনের মতো বিশ্বস্ত গ্লাভসজোড়া থাকছে। রক্ষণভাগে মার্কিনিয়োস, দানিলো ও গাব্রিয়েলদের ওপর ভরসা রেখেছেন কোচ। মধ্যমাঠ সামলানোর দায়িত্ব থাকছে কাসেমিরো, ব্রুনো গিমারায়েস এবং লুকাস পাকেতার মতো তারকাদের কাঁধে। আর আক্রমণভাগে অভিজ্ঞ নেইমারের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনিয়া, গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি এবং তরুণ সেনসেশন এন্দ্রিক। অভিজ্ঞ ও তরুণের এক দারুণ মিশ্রণে গড়া এই দল নিয়েই এবার হেক্সা মিশনের স্বপ্ন বুনছে সাম্বা ছন্দের দেশ ব্রাজিল।

মৌসুম শেষে কারভাহালকে ছেড়ে দিচ্ছে রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি মৌসুমের শেষে স্প্যানিশ তারকা অধিনায়ক দানি কারভাহালের ক্লাব ছাড়ার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

১৮ মে ক্লাবটি জানিয়েছে, ২০০২ সালে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়া কারভাহাল ১৩টি মৌসুম ধরে মাদ্রিদের প্রথম দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং ছয়টি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ক্লাবের অন্যতম সফল বিজয়ীদের একজন। কারভাহাল আমাদের দলের হয়ে ৪৫০টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ১৪টি গোল করেছেন।

তিনি ছয়টি ক্লাব বিশ্বকাপ, পাঁচটি ইউরোপিয়ান সুপার কাপ, চারটি লা লিগা শিরোপা, দুটি কোপা দেল রে শিরোপা এবং চারটি স্প্যানিশ সুপার কাপও জিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে কারভাহাল ফিফপ্রো ২০২৪ ওয়ার্ল্ড একাদশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং ওই বছরে 'দ্য বেস্ট ফিফা মেনস ওয়ার্ল্ড একাদশ' পুরস্কার জিতেছিলেন। এছাড়া একই বছরে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন, ওই ম্যাচে তিনি একটি গোল করেছিলেন।

অন্যদিকে স্পেন জাতীয় দলের হয়ে তিনি ৫১টি ম্যাচ খেলেছেন এবং ২০২৪ সালে ইউরো ও ২০২৩ সালে নেশন্স লীগ জিতেছেন।

রিয়াল মাদ্রিদ সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ বলেছেন, দানি কারভাহাল একজন কিংবদন্তি এবং রিয়াল মাদ্রিদ ও এর একাডেমির প্রতীক। আমাদের প্রিয় ও স্মরণীয় আলফ্রেদো দি স্তেফানোর পাশে সিউদাদ রিয়াল মাদ্রিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সেই ছবিটি সকল মাদ্রিদিস্তার হৃদয়ে এবং আমাদের ক্লাবের ইতিহাসে চিরকাল থেকে যাবে। কারভাহাল সবসময় রিয়াল মাদ্রিদের মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক হয়ে থেকেছেন। এই ক্লাবটিই তার ঘর এবং চিরকাল তাই থাকবে।

মদ্রিচকে নিয়ে ক্রোয়েশিয়ার বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

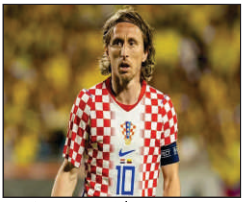

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন লুকা মদ্রিচ। আসছে বিশ্বকাপের জন্য এই মিডফিল্ডারের পাশাপাশি অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড ইভান পেরিসিচের ওপরও আস্থা রেখেছেন ক্রোয়েশিয়ার কোচ জ্লাতকো দালিচ।

আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ২৬ জনের দল ঘোষণা করেছেন দালিচ। সবকিছু ঠিক থাকলে, ৪০ বছর বয়সি মদ্রিচ টানা পঞ্চম বিশ্বকাপে খেলবেন। ২০০৬ আসর দিয়ে বিশ্ব মঞ্চে অভিষেক হয় তার। ২০১৮ সালে ক্রোয়েশিয়ার ফাইনাল খেলার পথে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি।

গত আসরে মদ্রিচের নেতৃত্বে তৃতীয় হয় ক্রোয়েশিয়া। এবার তার সামনে আরও একবার দেশকে বিশ্বকাপে দারুণ কিছু দেওয়ার চ্যালেঞ্জ।

দেশের হয়ে এখন পর্যন্ত ১৯৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন মদ্রিচ। ২০১৮ সালের ব্যালন দ'র জয়ীর সামনে সুযোগ ক্রোয়েশিয়ার প্রথম ফুটবলার হিসেবে ২০০ ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করার।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে 'এল' গ্রুপে পড়েছে ক্রোয়েশিয়া। আগামী ১৭ জুন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করবে তারা।

ক্রোয়েশিয়ার বিশ্বকাপ দল

গোলরক্ষক: দমিনিক লিভাকোভিচ, দমিনিক কোতার্সকি, ইভর পান্দুর।

ডিফেন্ডার: ইয়োশকো ভার্দিওল, চালেতো-চার, ইয়োসিপ সুতালো, ইয়োসিপ স্তানিসিচ, মারিন, মার্তিন এর্লিচ, লুকা ভুসকোভি।

মিডফিল্ডার: লুকা মদ্রিচ, মাতেও কোভাচিচ, মারিও পাসালিচ, নিকোলা ভ্লাসিচ, লুকা সুচিচ, মার্তিন বাতুরিনা, ক্রিস্তিয়ান ইয়াকিচ, পেতার সুচিচ, নিকোলা মোরো, তনি ফ্রুক।

ফরোয়ার্ড: ইভান পেরিসিচ, আন্দ্রেই ক্রামারিচ, আন্তে বুদিমির, মার্কো পাসালিচ, পেতার মুসা, ইগর মাতানোভিচ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR